গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি

Social Protection and agriculture: breaking the cycle of rural poverty

World Food Day - 16 October 2015

কৃষি মন্ত্রণালয় — Food and Agriculture Organization of the United Nations

---

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০১ কার্তিক ১৪২২
১৬ অক্টোবর ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটি উপলক্ষে খাদ্য উৎপাদন, গবেষণা, সম্প্রসারণ, বিপণন কাজে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। আমাদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে কৃষি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধিসহ নগরায়নের ফলে প্রতিনিয়ত কৃষি জমির পরিমাণ কমে আসছে। সেই সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে আমাদের কৃষিতেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তদুপরি সরকারের সময়োপযোগী নীতি ও পরিকল্পনার পাশাপাশি দেশের কৃষক, কৃষিবিজ্ঞানী, উন্নয়নকর্মী ও সম্প্রসারণকর্মীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ থেকে ক্রমান্বয়ে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হচ্ছে। উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রেখে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চয়তা বিধানে জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণের জন্য আর্থিক ও বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শিশুদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তাসহ দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান্য সামাজিক উন্নয়নে এ ধরনের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। খাদ্য উৎপাদনকে অধিক উৎসাহিত করে এমন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরো বিস্তৃত করার জন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আমি উদাত্ত অহ্বান জানাই।

এ বছরের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপ্রাদ্য 'গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি' অত্যন্ত যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। আধুনিক কৃষিপ্রযুক্তি ব্যবহার করে টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পারিবারিক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় সবাই আরো আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন-এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'বিশ্ব খাদ্য বিদস ২০১৫' উদ্‌যাপনের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি

[illegible]

কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান, মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০১ কার্তিক ১৪২২
১৬ অক্টোবর ২০১৫

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সরকারের উন্নয়ন নীতিমালায় সামাজিক সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়তে দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

এ দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি রাজনীতির ভিত্তিই হচ্ছে কৃষি। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সামাজিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে কৃষি খাতের উন্নয়নকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছি। পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে আমরা বহুগুণে বাড়িয়েছি।

আমরা কৃষিবান্ধব নীতি ও কৌশল গ্রহণ এবং এর সফল বাস্তবায়ন করছি। এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা, কৃষিতে ব্যাপক কর্মসংস্থান ও কৃষির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করে নিরাপদ খাদ্য ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। আমরা সার, বীজসহ সকল কৃষি উপকরণের মূল্য হ্রাস করেছি। কৃষকদের সহজশর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা এবং বিভিন্ন প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। আমরা ১৯৯৮ সাল থেকে বর্গাচাষিদের বিনা জামানতে কৃষি ঋণ বিতরণ শুরু করি। ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ করে দেই। কৃষি ভর্তুকির টাকা ঐ একাউন্টে সরাসরি প্রেরণ করি। জনপ্রতি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করি। নায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্য হয়।

কৃষি গবেষণায় অর্থ বরাদ্দ ও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার ফলে এ খাতে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমরা নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে পেরেছি। অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্যশস্য ও কৃষিজাত পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। আমাদের এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দেশে খাদ্য ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে সমন্বিত কৃষি উদ্যোগ ও আধুনিক বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে খাদ্য নিরাপত্তা ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে আমি সরকারের পাশাপাশি দেশবাসী ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব খাদ্য বিদস ২০১৫-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

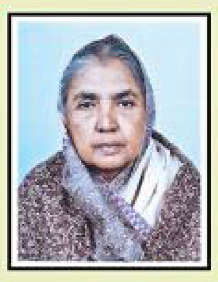

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫ উদযাপন করা হচ্ছে। এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য 'গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি'। সামাজিক নিরাপত্তা ও কৃষির সঙ্গে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়তে এবারের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত।

বাংলাদেশ সরকার সাংবিধানিকভাবে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করতে দায়বদ্ধ। আমাদের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে এবং কৃষি তাদের প্রধান জীবিকা। সবার মৌলিক অধিকার পূরণের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গেলে কৃষক তার সামাজিক ও পরিবেশের বাধাগুলো আরও দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করতে পারবে যা তার উৎপাদন বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্যের নিশ্চয়তা, কৃষিতে কর্মসংস্থান, কৃষির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশেষ অবদান রাখবে। কেননা কৃষকরাই হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়নের একমাত্র শক্তি এবং দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসার শক্তিশালী হাতিয়ার।

গ্রামীণ জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে স্বল্প সুদে এবং সহজে কৃষি ঋণপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, কৃষি ভর্তুকি প্রদান, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষকের মাঝে বিস্তার, কৃষিতে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি, খামার যান্ত্রিকীকরণ, সঠিক সময়ে তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা, সচেতনতা বৃদ্ধি করা উল্লেখযোগ্য। সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ ধারা অব্যাহত রাখতে পারলে গ্রামীণ জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫ আয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই এবং খাদ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মতিয়া চৌধুরী, এমপি)

মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হচ্ছে বিশ্ব খাদ্য বিদস ২০১৫। এবারের প্রতিপাদ্য 'গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি'। আমি এ প্রতিপাদ্য বাস্তবসম্মত ও যুগোপযোগী বলে মনে করি।

প্রতিপাদ্যের আলোকে গৃহীত কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার পাশাপাশি সকলের জন্য সুষম খাদ্য, পুষ্টি নিশ্চিত এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশে কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে এ দেশের কৃষক, কৃষিবিজ্ঞানী, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কর্মীদের অপরিসীম পরিশ্রম এবং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও উন্নত জীবনযাপনের জন্য কৃষির উন্নয়ন অপরিহার্য। কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমেই আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পাবে এবং সমাজের উন্নয়ন সাধিত হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা বা সুরক্ষা মানে সমাজে বসবাসরত সবার মৌলিক বিষয়গুলোকে চাহিদা অনুযায়ী নিশ্চিত করা। চাহিদাগুলো নিশ্চিতকল্পে বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সমাজে বিভিন্ন স্তরে বসবাসরত মানুষ এর সুফল ভোগ করছে। ফলে এখন আর গ্রামের মানুষকে তাদের পুষ্টি ও খাদ্যের প্রয়োজনে শহরে আসতে হয় না। গ্রামে হাতের নাগালেই পুষ্টিসমৃদ্ধ ফলমূল, শাকসবজি, মাছ, মাংস, দুধ, ডিম পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় বসবাসরত কৃষকের ক্রয়ক্ষমতা পূর্বের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। তারা তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিক্রি করে নগদ টাকা হাতে পাচ্ছে। এতে করে গ্রামের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে গেছে। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় গৃহীত কার্যক্রম একটি সুখী সুন্দর জীবনযাপনের পথ উন্মুক্ত করেছে। কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের সুষ্ঠু উন্নয়নই পারে আমাদের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা তথা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের অবসান ঘটাতে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫ উদযাপন কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করি এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের সঙ্গে জড়িত সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এমপি)

মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
(যেখানে আপনার একটি স্বপ্ন আছে)

বাণী

প্রতি বছরের মতো এ বছরও বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হচ্ছে বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫। এবারের প্রতিপাদ্য 'গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি'। এ প্রতিপাদ্যের আলোকে পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার পাপাপাশি সকলের জন্য সুষম খাদ্য নিশ্চিত এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে সিংহভাগ সাফল্য এসেছে এ দেশের কৃষক, কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায়। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও মানসম্মত জীবনযাপনের জন্য কৃষির উন্নতি অত্যাবশ্যক। পরিকল্পিতভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমেই আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ঘটিয়ে সমাজের উন্নয়ন সাধন ও দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে।

আমি বিশ্ব খাদ্য বিদস ২০১৫ উদ্‌যাপন কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি)

মন্ত্রী
খাদ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১৬ অক্টোবর ২০১৫ পালিত হচ্ছে ৩৫তম বিশ্ব খাদ্য দিবস। সারা পৃথিবীর সঙ্গে বাংলাদেশও গুরুত্বপূর্ণ এ দিনটিকে নানা আয়োজনে সমৃদ্ধ করে তুলতে প্রস্তুত। বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫-এর প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে 'গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি'। নানাবিধ চ্যালেঞ্জ আর ঝুঁকির মুখে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন আর খাদ্য নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা হ্রাসের প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্য যথাযথ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

কর্মসংস্থান, খাদ্য, অর্থ ও সেবার প্রাপ্যতা সবকিছুর সমন্বয়ে নিশ্চিত হয় সামাজিক সুরক্ষা। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে সামাজিক সুরক্ষা অর্জনে কৃষকদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ক্ষুধা নিবৃত্তি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা সবকিছুর মূলনায়ক দেশের কৃষক। তাদের উদ্যোগে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। এ দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হলো কৃষি আর কৃষক। কৃষকের সুরক্ষার ওপর নির্ভর করে দেশের সুরক্ষা।

সামাজিক সুরক্ষার মাধ্যম অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে কৃষকের আয় ও ঝুঁকি মোকাবেলার সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে। আর এটা সম্ভব হবে তখন যখন সরকার এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এ কারণে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা জাতীয় উন্নয়ন কৌশল ও নীতিমালায় সামাজিক সুরক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এ উদ্যোগে শামিল হয়ে কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকার ভবিষ্যতে যেসব কর্মসূচি হাতে নেবে তা সফল করতে এগিয়ে আসতে হবে কৃষিসংশ্লিষ্ট সবাইকে।

আমি বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫ এর সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

এ্যাডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম, এমপি

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছর ১৬ অক্টোবর বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ব খাদ্য দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এবারও বিশ্ব খাদ্য দিবস উদ্‌যাপনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব জনসাধারণের মাঝে প্রচারের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষির উন্নয়ন নিশ্চিত করে গ্রামীন দারিদ্র্য আবসান এবং সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবারের বিশ্ব খাদ্য দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক সুরক্ষায় কৃষি'।

গ্রামীণ দরিদ্রতা দূর করে মানুষের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য নিশ্চিত করা সময়ের দাবি। সামাজিক নিরাপত্তা বা সুরক্ষা বলতে সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো নিশ্চিত করে সার্বিক জীবনমানের উন্নয়ন। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক সুরক্ষায় গৃহীত কার্যক্রম সবার জন্য সুখী সুন্দর জীবন যাপনের পথ সুগম করবে বলে আশা করি।

সীমিত সম্পদ দিয়ে ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা বর্তমান সময়ের একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং একই সঙ্গে অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগও এ প্রক্রিয়াকে অনেকাংশে ব্যাহত করছে। সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ, গৃহীত কর্মসূচি ও নীতিমালা বাস্তবায়নের কারণে আমাদের সামাজিক নিরাপত্তা অতীতের তুলনায় অনেক স্থিতিশীল। গ্রামের মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক তথা সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে কৃষিকে আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করার বিকল্প নেই। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। কৃষিতে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি, কলাকৌশল ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ সহজতর করবে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে উপজেলা পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে খাদ্য মেলা, বিষয়ভিত্তিক সেমিনার, শোভাযাত্রা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান সম্প্রচার, পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার, ফেস্টুন, জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ, মাসিক কৃষিকথার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ ইত্যাদি। আশা করি এ সকল প্রয়াস বিশ্ব খাদ্য দিবসের তাৎপর্যকে সকলের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সক্ষম হবে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস উদ্‌যাপনের প্রতিপাদ্যভিত্তিক কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন প্রত্যাশা করছি। বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপনের সঙ্গে জড়িত সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং বিশ্ব খাদ্য দিবসের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

(শ্যামল কান্তি ঘোষ)

Message

Food and Agriculture Organization of the United Nations

'Social Protection and Agriculture: breaking the cycle of rural poverty' - the theme of World Food Day 2015, is that social protection linked to agriculture can helptackle the vulnerabilities faced by rural households, and play a fundamental role in improving food and nutrition security and reducing rural poverty. Social protection programmes have been adopted in many countries across the world, as one of the most effective ways to help people out of poverty. The overall impact of social protection programmes is greater when linked to agricultural development programmes, as part of an overall effort to tackle food and nutrition insecurity.

How do social protection programmes work? Usually they involve transfers to the poorest of cash or food. Sometimes these transfers are offered in return for work, especially where other employment opportunities are unavailable. The work component may involve activities such as land conservation, water resource management or afforestation/reforestation.

What are the benefits? The predictability of social protection schemes helps households to better manage the risks they face, to put enough food on the table and to ensure access basic services such as education and health. This form of safety net avoids the poorest falling back on negative coping strategies - such as distress sales of assets or using natural resources unsustainably - in times of difficulty. Social protection gives the poorest the confidence to plan and make the small investments that will enable them to move forward out of poverty.

Another important benefit of social protection is that the funds injected into the rural economy through schemes also benefit local food producers who may have a saleable surplus. Schemes help the poor buy more food and other basic needs; most of which they do locally. This then stimulates the local economy; the money effectively stays within the local community for the wider benefit of the rural population.

Bangladesh is now widely recognized for its progress in reaching hunger and poverty targetsunder Millennium Development Goal 1. The social protection systems of the country have played a major part. But despite this success, given the size of the population, millions of people still remain food insecure, and so social protection programmes are still needed.

FAO is supporting support the Government of Bangladeshin its use social protection to fight hunger, and helping to promote greater coherence and synergies between social protection, food and nutrition security, agricultural development, natural resource management and rural poverty reduction programmes.

Mike Robson
FAO Representative in Bangladesh

ডিজাইন : কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা
www.ais.gov.bd
dirais@ais.gov.bd
ফোন : ৮৮০-২-৯১১২২৬০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১১৬৭৬৮